কালের কণ্ঠ

তারিখ: 07 APR 2014
পৃষ্ঠা: ২ কলাম: ৩

বরিশালে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষককে পেটালেন ছাত্রলীগ নেতা

অপরাধীকে আটক করেও ছেড়ে দিল পুলিশ

বরিশাল অফিস ▶

শ্রেণীকক্ষে ঢুকে বরিশাল সরকারি পলিটেকনিক কলেজের এক শিক্ষককে পিটিয়েছেন ছাত্রলীগের এক নেতা। এ ঘটনায় পুলিশ অপরাধী ওই ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করলেও পরে ছাত্রলীগের আরেক নেতার চাপে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার এ ঘটনা ঘটে। পলিটেকনিকের ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

বরিশালে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষককে —

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইলেকট্রো মেডিক্যাল বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা জানায়, সকাল ১০টায় তাদের ক্লাস চলছিল। হঠাৎ করেই কলেজ ছাত্রলীগের নেতা ওই বিভাগের ছাত্র ইসরাফিল মীম শ্রেণীকক্ষে ঢুকে উল্টাপাল্টা কথা বলা শুরু করে। তার বন্ধুরা জানিয়েছে, ওই সময় ইসরাফিল মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ছিল। উল্টাপাল্টা কথা বলার একপর্যায়ে এক ছাত্রীর সঙ্গে অশ্লীল আচরণ শুরু করলে শ্রেণীকক্ষে থাকা শিক্ষক সফিউল ইসলাম তাকে বাধা দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইসরাফিল ওই শিক্ষককে চড়-লাথি মারে ও লাঠি দিয়ে পেটায়। এ সময় শ্রেণীকক্ষে থাকা শিক্ষার্থীরা ইসরাফিলকে আটক করে। পরে কলেজের শিক্ষকরা এসে পুলিশে খবর দিলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ইসরাফিলকে আটক করে। খবর পেয়ে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের স্বঘোষিত সাধারণ সম্পাদক আ. হান্নান বাপ্পি তার কিছু কর্মী ও সমর্থক নিয়ে এসে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। একপর্যায়ে তারা কলেজ প্রশাসনকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। পরে ছাত্রলীগের বাধার মুখে ইসরাফিলকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

লাঞ্ছিত শিক্ষক সফিউল ইসলাম বলেন, 'ইসরাফিল শ্রেণীকক্ষে ঢুকে এক ছাত্রীর সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করলে আমি তাকে বাধা দেই। এতে উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে লাঞ্ছিত করে।' কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে ইসরাফিলকে আটক করে কী কারণে আবার ছেড়ে দিয়েছে, তা তাঁর বোধগম্য নয় বলে জানান ওই শিক্ষক।

ছাত্রলীগ নেতা ইসরাফিল মীম বলে, 'আমার মাথা ঠিক ছিল না, তাই স্যারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। পরে তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।'

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি শাখাওয়াত হোসেন বলেন, শিক্ষক সফিউল ইসলামকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ওই বিভাগের ছাত্র ইসরাফিল মীমকে পুলিশ আটক করেছিল। কিন্তু পরে ছাত্রলীগ নেতাদের দাবির মুখে অধ্যক্ষের নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মীর মোশাররফ হোসেন বলেন, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ইসরাফিল মীমকে পুলিশে দেওয়া হয়েছিল। তবে শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতাদের বাধার মুখে তাকে আবার রেখে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে ইসরাফিলকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে—এ মর্মে তার কাছ থেকে মুচলেকা রাখা হয়েছে।